

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৭

# বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৬।১, আপার সারকুলার রোড  
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩৭

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮২৭—১৮৮৭

# বঙ্কলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক  
শ্রীরামকমল সিংহ  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৫০

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস  
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা  
৩—২৭।১।১৯৪৪

## জন্ম ; বংশ-পরিচয়

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার সন্নিকটে বাকুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে রঙ্গলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস রামেশ্বরপুর। রামনারায়ণ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হরমুন্দরী দেবীর গর্ভে গণেশচন্দ্র,\* রঙ্গলাল ও হরিমোহনের জন্ম হয়।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, আট বৎসর বয়সে রঙ্গলাল পিতৃহীন হন। তিনি সহোদরগণের সহিত মাতুলালয়ে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকমল মুখোপাধ্যায় অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন; অগুজ্বক রামকমল ভাগিনেয়দিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে রঙ্গলাল বাকুলিয়ার পাঠশালায় প্রবেশ করেন। কিছু দিন পরে তিনি স্থানীয় মিশনরী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এখানকার পাঠ সাক্ষ হইলে, উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষা দিবার মানসে রামকমল ভাগিনেয়-দিগকে চুঁচুড়ায় নবপ্রতিষ্ঠিত মহম্মদ মহসীনের কলেজে (হগলী

---

\* গণেশচন্দ্র ভূঁকলাসের রাজা শতাব্দীর কনিষ্ঠা কন্যা বরাদী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি স্বকবি ছিলেন। তাঁহার রচনা মনুখী, রাক্ষসলাল মিত্রের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। গণেশচন্দ্রের এই তিনখানি কবিতা-পুস্তকের নাম জানা যায় :—

১। চিত্তসম্ভাষিনী। শ্রীকৃষ্ণলীলা। ১২৭০ সাল। ১২২০ সংবতের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'রহস্ত-সন্দর্ভে' সমালোচিত। ২। কৃষ্ণবিলাস। ইং ১৮৩৪। হরিমোহন জাতা রঙ্গলালকে ১২-২-৩৪ তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন,—“দাদার 'কৃষ্ণবিলাস' নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক বাহির হইয়াছে।” ৩। আত্মদর্পণ। ইং ১৮৩৪। ১২২১ সংবতের মাঘ মাসের 'রহস্ত-সন্দর্ভে' সমালোচিত।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গণেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

কলেজে) ভর্তি করাওয়া দেন। হুগলী কলেজে রঙ্গলাল সম্ভবতঃ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

## বিবাহ

আনুমানিক ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে, পঠদশায় রঙ্গলাল মালিপোতার সন্নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রাম-নিবাসী ৩৮দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাখালদাসী দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। রঙ্গলালও বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সহোদরগণের সহিত মাতুল রামকমলের খিদিরপুরের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

## সাহিত্য-সেবা

### ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রাথমিক রচনা

তরুণ বয়সে রঙ্গলাল অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ‘কাকী কাবেরী’ পুস্তকে (পৃ. ১০৩, পাদটীকা) প্রকাশঃ—“আমি তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আখ্যায়িকা সঙ্গীতচ্ছলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।” শৈশবে তিনি যাত্রা-গান শুনিতে ভালবাসিতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি নিজেও কোন কোন যাত্রার পালা ও গান রচনা করিয়াছিলেন; এই সকল রচনার কিছু কিছু নিদর্শন শ্রীমন্নথনাথ ঘোষের ‘রঙ্গলালে’ পাওয়া যাইবে।

কলিকাতায় আসিয়া রঙ্গলাল কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হন। গুপ্ত-কবির ‘সংবাদ প্রভাকর’ই তখন সর্বোৎকৃষ্ট বাংলা

সংবাদপত্র। রঙ্গলাল ‘সংবাদ প্রভাকরে’র লেখক-শ্রেণীভুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রঙ্গলালের রচনার বিশেষ সমাদর করিতেন। ১৪ এপ্রিল ১৮৪৭ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ তিনি লেখক ও অনুগ্রাহক সম্বন্ধে যাঁহা লেখেন, তাহাতে প্রকাশ :—

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্বাভাবিক সংযোজিত লেখক বন্ধু। ইহঁার সঙ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব? এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহাধিত মৃতবন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃপুনঃ শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহঁার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা, নর্ভকীর জ্ঞান অভিপ্রায়ের বাহ্যতালে ইহঁার মানস-রূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য, কি পদ্য—উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।

রঙ্গলাল ‘পদ্মিনী উপাখ্যানে’র ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

কিশোর কালাবধি কাব্যমোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, স্মরণ্য নানা ভাষার কবিতা কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই বিস্তৃত প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচার পত্রগুঞ্জে আমি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি ;...

‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত রঙ্গলালের প্রাথমিক গদ্য-পদ্য রচনাগুলি সংগ্রহ করা বর্তমানে দুর্লভ। ‘সংবাদ প্রভাকরে’র পুরাতন সংখ্যাগুলি প্রায় অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে; ইহা হইতে রঙ্গলালের রচনাগুলি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই; কারণ, রচনার শেষে সচরাচর লেখকের নাম মুদ্রিত হইত না। আমরা রঙ্গলালের

কৈশোরের রচনার নিদর্শনস্বরূপ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর তারিখে  
'সংবাদ প্রভাকর' হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম :—

রূপক ।

প্রভাত ।

ত্রিপদী

মৃণালাভা ম্লান হয়,                      হেরি দিবাকরোদয়,  
নিশাকর চলে অন্তর্গিরি ।  
যামিনী হইল সারা,                      সমুদিত শুক-তারা,  
সমীরণ বহে ধীরি ধীরি ।  
কিবা তরুলতাচয়,                      ঢলঢল রসময়,  
নীহারের হার শোভে গায় ।  
ভানুসহ সরলতা,                      করি সরোবরহলতা,  
অন্তরের অনল নিবায় ।  
কুমুদ মুদিল আঁখি,                      জাগিল যতেক পাখি,  
মুক্তকণ্ঠে আরম্ভিল গান ।  
মোহন মধুর স্বরে,                      শ্রবণ মোহিত করে,  
সুশীতল করিল পরাণ ।  
প্রকৃতির শোভাকর,                      বিমল অরুণ কর,  
নিনাদ নীরদ করে শোভা ।  
কালিন্দী প্রবাহে যেন,                      কোকনদবৃন্দ হেন,  
মধুকর মত্ত মনোলোভা ।  
কাননে ডাকে পাপিয়া,                      করি পিয়াহ পিয়া,  
প্রিয়া প্রিয়গণে জাগায় !



বিধু আর নাহি রবে,                      নিধুবনে জাগ সবে,  
অম্লভব, এই রব গায় ।

সুসার উষার কাল,                      বালরূপে ভাহু ভাল,  
সাজিয়াছে কোলেতে তাহার ।

তাহে দূতী [হ্যাতি ?] দূতী হয়ে,                      সমাচার সঙ্গে লয়ে,  
ধরণীতে করিছে প্রচার ।

বিভা গতে বিভাবরী,                      জীহরি স্মরণ করি,  
চলেছেন অতি দ্রুতগতি ।

বিকাশে কুসুম কলি,                      সৌরভ গৌরবে অলি,  
মাতিয়াছে সচঞ্চল গতি ।

দিবাকর করে ভাতি,                      যেন প্রবালের পাতি,  
বরিষয়ে ধরণী হৃদয়ে ।

অথবা সুবর্ণ শবে,                      ষামিনীয়ে বিদ্ধ করে,  
কার্য্যসিদ্ধ করণ আশয়ে ।

অরণ্যে অরুণ আশ্র,                      দেখিয়া বিলাসে লাস্ত্র,  
আমোদে মাতিল মুগকুল ।

কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে,                      নাচিয়া বেডায় রঙ্গে,  
কত খায় তৃণাদির মূল ।

ষামিনী দেখিয়া শেষ,                      বিবরে লুকায় শেষ,  
আর চোর পেচক প্রভৃতি ।

কুজিত কুটিল জন,                      প্রফুল্ল সরল মন,  
গেল ঘুমঘোরের বিকৃতি ।

শিশিরে করিয়া স্নান,                      শস্ত্রক্ষেত্র হস্তবান,  
যেন তপ্ত কাঞ্চন কিরণ ।

আসিয়া কুবাণগণ, করে কত আয়োজন,

অঙ্কুরাদি বৃদ্ধির কারণ ।

কেহ সেচে বারিধারা, কেহ ষোপিতেছে চারা,

কেহ হল করিছে ধারণ ।

গোপাল বালক যত, সহ গাভী শত শত,

মাঠে মাঝে [মাঠে ?] করে গোচারণ ।

ঝিলি হোয়ে পরিশ্রান্ত, স্বীয় রব করে ক্ষান্ত,

শান্ত কৈল শ্রবণ কুহরে ।

বকুল শাখায় বসি, অন্তাচলে হেরি শশী,

পিকবর ললিত কুহরে ।

হেরি দিবাকর ভাতি, প্রদীপে নিবিল বাতি,

সারারাত্রি ছিল দীপ্তিমান ।

যুবক যুবতী জাগে, উভয়ে বিদায় মাগে,

অম্বরাগে মোহিত পরাণ ।

নয়নে নয়নে বাধা, স্বতনু তনুর আধা,

পরম্পর করে হেন জ্ঞান ।

কেমনে বিরহ সবে, আকুল দম্পতী সবে,

মনে তাই করয়ে ধ্যান ।

হেরি প্রকাশিত দিন, সরোবরে যত মীন,

তরঙ্গে স্তরঙ্গে কেলি করে ।

মরাল করাল স্বরে, কিবা সম্ভরণ করে,

হৃদয় প্রসন্ন ভাব ভরে ।

ডাহক ডাহকী ডাকে, কুঙ্কট কর্কশ হাঁকে,

মাঝে মাঝে কাকে দেয় যোগ ।

কিন্তু কি মধুর কাল,  
কর্ণপুরে দেয় রসভোগ ।  
হেরিয়া বালার্ক মুখ,  
অন্তর্দান হোলো দুখ,  
সুখ আসি আবির্ভাব কত ।  
ব্রহ্ম আরাধনে রত,  
ব্রহ্ম উপাসক যত,  
হেরি ব্রহ্মমূর্ত্ত আগত ।  
মোহন প্রণব শব্দ,  
কান্তরে করয়ে স্তব্ধ,  
মানস ভাসায় ভক্তিরসে ।  
ধন্য ধন্য নিরঞ্জন,  
গর্ব পর্বত ভঞ্জন,  
পৃথিবী পুরিল ভাববশে ।

র, ল, ব,

জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী ও বহুবাজার দত্ত-পরিবারের উমেশচন্দ্র দত্ত গোল্ডস্মিথের ও পান্নেলের “The Hermit” নামক কবিতাষয়ের উৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্য ১০/- ও ৩৫/- টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করেন । ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ ( ইং ১৮৫৮ ) তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশ, রঙ্গলাল উভয় পারিতোষিকই লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার রচনা “সর্বতোভাবেই উত্তম” হইয়াছিল ; উহা ‘সংবাদ প্রভাকরে’ মুদ্রিত হয় ।

### সংবাদপত্র-পরিচালন

রঙ্গলাল কৃতিত্বের সহিত একাধিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন । আমরা এখানে সংক্ষেপে তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি ।

‘সংবাদ সাগর’।—১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে, ‘সংবাদ রসসাগর’ নামে একখানি বাংলা

সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ২৫ জুন ১৮৪২ তারিখে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত ‘হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার’ লেখেন :—

We were not aware of the existence of a weekly publication in Bengalee, under the designation of *Rusa Saagara*, till last Tuesday, when we had the pleasure of receiving the fifteenth number of the paper,.....It is published at Molunga in the house of the editor Baboo Khettermohun Banerjee.

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ‘সংবাদ রসসাগর’ সাপ্তাহিক হইতে বারত্ময়িক পরিণত হয়। ইহার অল্পদিন পরেই—১৫ জুলাই ১৮৫০ তারিখে ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু হয় এবং রঙ্গলাল ‘সংবাদ রসসাগর’ পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। রঙ্গলালের চরিতকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, “ক্ষেত্রমোহন ‘রসমুদগর’ নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন,...রঙ্গলাল প্রথম হইতে উক্ত পত্রের [‘রস সাগর’] সম্পাদক ছিলেন।”

রঙ্গলালের সম্পাদকত্বে ‘সংবাদ রসসাগর’ খিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র বারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল পত্রিকার নাম পরিবর্তন করিয়া ‘সংবাদ সাগর’ রাখিলেন। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে’ লেখেন :—

আমারদিগের স্নেহাঙ্কিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক নূতন বৎসরের শুভাগমনে রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্বের পত্রের নাম ‘রসসাগর’ ছিল, এইক্ষণে ‘সংবাদ সাগর’ হইয়াছে, এই রসাতাব জন্ত পত্র আরো রসময় হইয়াছে, কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরেই সুধা এবং সাগরেই রত্ন, অতএব প্রার্থনা, এই সাগর পূর্বের রস সাগর ছিল, অধুনা যশঃসাগর হউক। ( ১৪ এপ্রিল ১৮৫২ )

‘সংবাদ সাগর’ ১২৫২ সালের চৈত্র মাস ( ইং এপ্রিল ১৮৫৩ ) পর্য্যন্ত

চলিয়াছিল। রঙ্গলাল “কার্য্যাস্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত সংবাদ সাগর পত্র সম্পাদনে পরাজুথ” হন।

‘এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ’।—ইহার পর আমরা রঙ্গলালকে কিছু দিন ‘এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ’ সম্পাদন করিতে দেখি। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের প্রতিপোষকতায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ৪ জুলাই ১৮৫৬ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সরকারী রিপোর্টে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—“The object is to supply the people in the interior of the country with a Newspaper cheap in price and healthy in tone.” রে: ও’ব্রায়েন স্মিথ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার সহকারী হইলেও রঙ্গলালই প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় কার্য্য পরিচালন করিতেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি লং লেখেন :—

*The Government Education Department have issued, during the last four years, a weekly newspaper ; the Education Gazette, edited by Rev. W. Smith, and Baboo Rangalal Banerjee, which has a circulation of 550 copies in different Zillahs of Bengal.—Returns relating to Publications in the Bengali Language, in 1857...(1859), p. v.*

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে রঙ্গলাল অগ্র রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেও, অন্ততঃ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যে ‘এডুকেশন গেজেট’র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সমসাময়িক সংবাদপত্রের নিম্নোক্ত অংশ দুইটি হইতে তাহা জানা যাইবে :—

(ক) ভাদ্র, ১২৬৭।...এডুকেশন গেজেট সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ‘শরীর সাধনী বিজ্ঞা’ নামী একখানি বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন।—‘সংবাদ প্রভাকর’, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

(খ) *Education Gazette*.—We are glad to perceive that His Honor the Lieut. Governor has sanctioned for another year, increased contribution of Rs 270 per mensem towards the support of this really useful journal which has been conducted with great ability by Mr. O'Brien Smith, and Baboo Rung Lall Banerjee.—*The Indian Field* for Sept. 20, 1862.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে রঙ্গলাল-সম্পাদিত ‘এডুকেশন গেজেট’র ১ম খণ্ড, ১ম-৪৮শ (২২ মে ১৮৫৭) সংখ্যা ও ২য় খণ্ডের ২৩ম (২ এপ্রিল ১৮৫৮) সংখ্যা আছে। কটকস্থ উৎকল-সাহিত্য-সমাজে প্রথম বর্ষের ‘এডুকেশন গেজেট’ সংরক্ষিত হইয়াছে।

‘উৎকল দর্পণ’।—পরবর্তী কালে উড়িষ্যায় প্রবাসকালে রঙ্গলাল ‘উৎকল দর্পণ’ নামে একখানি ওড়িয়া সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। বলা বাহুল্য, ওড়িয়া ভাষায় তাঁহার রীতিমত অধিকার ছিল।

## সরকারী চাকুরী

রঙ্গলাল দীর্ঘকাল রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার চাকুরীজীবনের বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি :—

- ১৮৬০, মার্চ : ছয় মাসের জন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা-সাহিত্যের অস্থায়ী অধ্যাপক।
- ১৮৬০, নবেম্বর : নদীয়া জেলায় ইন্কম ট্যাক্স অ্যাসেসার ও ডেপুটি কলেক্টর।
- ১৮৬৩, প্রথম ভাগ : বালেশ্বরে অস্থায়ী স্পেশাল ডেপুটি কলেক্টর।
- ১৮৬৪, ১৫ নবেম্বর : ২০০৮ বেতনে কটকের স্থায়ী ডেপুটি কলেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৮৬৭, ৭ই ফেব্রুয়ারি ৩০০৮ বেতনে ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত।

- ১৮৬৯, ১৩ ফেব্রুয়ারি : হুগলী, জাহানাবাদে স্থানান্তরিত। ১৮৭০,  
২৫ নবেম্বর হইতে বেতন ৪০০।
- ১৮৭৩, ২১ এপ্রিল : দ্বিতীয় বার কটকের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও  
ডেপুটি কলেক্টর।
- ১৮৭৯, ৬ মার্চ : হাবড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি  
কলেক্টর। ১৮৮১, ১১ জানুয়ারি হইতে  
এক বৎসর তিন মাসের ছুটি।
- ১৮৮২, ১১ এপ্রিল : অবসর গ্রহণ।

## গ্রন্থাবলী

রঙ্গলালের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকগুলির একটি কালানুক্রমিক  
তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

- ১। **বাল্মীকি কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ।** ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫২ (ইং  
১৮৫২)। পৃ. ৫১।

“এই প্রবন্ধ বাটন সভায় পঠিত হয় [ ১৩ মে ১৮৫২ ]; স্মরণ্য  
বক্তৃতার নিয়মে লিখিত হইয়াছে।” এই দুস্ত্রাপ্য পুস্তিকাখানির এক খণ্ড  
এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে; ইহা ১০ সংখ্যক “দুস্ত্রাপ্য গ্রন্থমালা”-  
রূপে কিছু দিন হইল রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

- ২। **ভেদক মুষিকের যুদ্ধ।** ইং ১৮৫৮। পৃ. ৩৩।

ভূমিকা।—এই উপকাব্য, পূর্বে এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ  
প্রকটিত হইয়াছিল।...ইউরোপীয় কবিকুলের পিতৃস্বরূপ আদি মহাকাবি  
হোমর মহোদয়ের নামে এই উপকাব্যের জনন প্রবাদ আছে, কিন্তু

ইলিয়ড্ ও অডেসি খ্যাত অমূল্য মহাকাব্যদ্বয়ের জননিতা যে এরূপ ক্ষুদ্র কাব্যের প্রণেতা হইবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তবে এই এক প্রবোধের পথ আছে, যে, যে মহাসমুদ্র প্রবাল মৌক্তিকাদি রত্ননিচয়ের ও তিমি তিমিঙ্গিলাদির আধান হইয়াছেন, সেই রত্নাকর গুপ্তি শব্দাদি সামাজ্যতম জলজন্তুনিচয়েরও আকর স্বরূপ ! ফলত ভাবুকদিগের নিকট সাগরজ গুপ্তি শব্দাদির চাকচিক্য এবং বিচিত্র রাগরঙ্গাদি সামাজ্যতর নয়ন মনোহররঞ্জনকারি নহে। ভেক মুখিকের মূলকাব্য বাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই তাহার মাধুর্য্যরসে অপূর্ণ সুখামুভব করিয়া থাকিবেন। উপস্থিত মর্দানুবাদ তাঁহাদিগের প্রীতি-বর্দ্ধনার্থ প্রস্তুত নহে, ফলতঃ ইউরোপীয় মহাকবিদিগের কবিত্ব ছটার প্রতিবিম্ব, এতদেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিম্বিত করাই আমাদের মূখ্য অভিপ্রেত। অনেকে কহেন, ইউরোপীয় কবিত্ব এতদেশীয় ভাবাসমূহে সংগ্রহ করা অসম্ভব কার্য্য, কিন্তু আমরা একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার কবি না। মহুযের মানসিক ভাবনিচয় সর্ব্বদেশে একই প্রকার, তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার কথঞ্চিৎ বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা। ললিত নয়নের তুলনায় কোন দেশে ইন্দীবরের, কোন দেশে বা নর্গেসের, কোন দেশে বা নীলবর্ণ ক্ষীণবস্ত্র হুল কুসুমাস্ত্রের সাদৃশ্য উল্লেখ হয়, প্রত্নত, লালিত্যানিলয় নীললোচন দৃষ্টে সকল দেশীয় কবির মনে একই প্রকার ভাবোদয় হয় সন্দেহ নাই, তবে উপমিতি প্রত্নতি অলঙ্কার প্রয়োজক পদার্থ সর্ব্বদেশে একই প্রকার জন্মে না, এই নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বিভেদ সম্ভূত হয়, কিন্তু যে পদার্থ সর্ব্বদেশেই বর্ত্তমান আছে, তাহা কোন সাদৃশ্য জ্ঞাপক হইলে সর্ব্বদেশীয় কবিরাই তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা “মৃগলোচন” এই দৃষ্টান্ত কি ভারতবর্ষীয়, কি পারস্য, কি ইউরোপীয়, ভিন্ন ভিন্ন সকল দেশের কবিরাই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এক দেশের কবির ভাব যে অপর দেশের ভাষায়



আকর্ষিত হইবার যোগ্য নহে এ কথায় আমরা কখনই সম্মত নহি। এতদ্দেশীয় লোকেরা অধুনা ইউরোপীয় ফল, মূল, শাক, শস্তাদি স্বদেশীয় রুচি অনুসারে স্বদেশীয় নিয়মে পাক করিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে শরীরের মাত্র পোষণ হয়, কিন্তু ইউরোপীয় অশনে মানসের পোষণও আবশ্যক, এতাবত, আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, ইউরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য, কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না ?

৩। পদ্মিনী উপাখ্যান। আঘাট ১২৬৫ সাল ( ইং ১৮৫৮ )।

পৃ. ১১৫।

*Padmini, / A Tale of / Rajasthan. /* পদ্মিনী উপাখ্যান। / রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ। / শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্তৃক / বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত। / কলিকাতা : / সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / বঙ্গাব্দ : ১২৬৫।

গ্রন্থকারের “ভূমিকা” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গলা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহস পূর্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, “বাঙ্গালিরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই”। প্রত্যুত, স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহ হয়, স্তবরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে বথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারেন না। আমি উক্ত মহাশয়-দিগের অব্যুক্ত নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচার পাইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সম্ভাষণ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের পরমবন্ধু রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু

কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, যথা ;—

“আধুনিক যুবজনে, স্বদেশীয় কবিগণে,  
ঘৃণা করে নাহি সহ্যে প্রাণে ।  
বাস্তালীর মন-পদ্ম, কবিতা সুধার সন্ম,  
এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে ।”

কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন পত্র গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রতি সর্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন । পরন্তু কিয়ৎকালীত হইল, মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিত-তৎপর স্নিগ্ধল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা কাব্য নিচয়ের অঙ্গীলতা ও অপবিত্রতা সত্ত্বে তত্তাবৎ পাঠে এতদ্দেশীয় বালক বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনুরক্তি দর্শনে পার্থেদিত হইয়া আমার প্রতি বিস্ময় প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভ্রয়োভ্রয়ঃ অমুরোধ করেন ।—আমি উক্তোভয় মহাস্বার অমুরোধে কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ-পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়া রচনারস্ত করিয়াছিলাম । তদনন্তর উক্তোভয় মহাশয় অকালে পরলোকপ্রাপ্ত বিধায় শোকাভিভূত মনে তৎসংকল্প পরিহার করি । কিন্তু কাল সহকারে ইহ জগতে সকল বিষয়েরই হ্রাস ও পরিবর্তন আছে, অতএব প্রবোধচন্দ্রের নিখল প্রতিভায় সম্ভাপ তিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়ৎকালীত হইল পুনর্বার পত্র-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত কাব্য সমাপ্ত করিলাম । সমাপ্তি পরে শ্রীযুত দেবরত্ন ডবল্যু ওত্রাএন শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কতিপয় মার্জিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহা প্রেরণ করি,—তাহাতে তাঁহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের অমুজ্জ্বল শ্রীযুত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর তথা বর্ণাকুলর লিট্‌রেচর সোসাইটি নামক

প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদান পূর্বক অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু যে মহদভিপ্রায়ে এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য রচনার প্রথমোক্তোপ পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধি পক্ষে কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা ভবিষ্যতের গর্ত্তস্থ।...

কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, স্মরণ নানা ভাষার কবিতা কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সন্ধান করিয়া থাকি। আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই বিস্তৃত প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচার পত্রপুঞ্জ আমি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পত্র প্রকটন করিতে আবস্ত করি; তত্বেৎ যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্তু সেই আদর তাঁহাদিগের মহত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতা প্রভূত নহে। আমার এস্থলে একথা লিখনের তাৎপর্য্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাক্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবচোর জ্ঞান না করেন, আমি ইচ্ছা পূর্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ, ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্বৈশী মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই; সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষাবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডীয় বিস্তৃত প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীডাশুল্ল কদর্য্য কবিতা কলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবেক, এবং তত্বেৎবতের প্রেমিকদলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবেক। পরন্তু এই উপলক্ষে ইহাও নিবেদ্য, আমি সকল স্থলেই যে ইংলণ্ডীয় মহাকবিদিগের ভাবগ্রহণ করিয়াছি এমত নহে; অনেক ভাব স্বতই আসিয়া অনেকের মনে একাকারে সমুদিত হইয়া

থাকে, স্তত্রাং তাহাদিগের অগ্র পশ্চাৎ প্রকাশমতে কাব্যকারের প্রতি চৌর্য্যাভিযোগ উপস্থিত করা কর্তব্য নহে ।...

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরীতে প্রথম সংস্করণের দুই খণ্ড ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ আছে ।

৪। শরীর-সাধনী বিজ্ঞান গুণোৎকীৰ্ত্তন । ইং ১৮৬০ । পৃ. ৬০ ।

এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকালের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু ইহা যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয়, তাহা ২০ আগস্ট ১৮৬০ তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ প্রকাশিত নিম্নোক্ত সমালোচনা পাঠে জানা যাইবে :—

নূতন গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শরীরসাধনী বিজ্ঞান গুণোৎকীৰ্ত্তন নামে এক গ্রন্থ বচনা করিয়াছেন । ঐ গ্রন্থ হেঅর বার্ষিক সমাজের পুরস্কার ফল ।...

এই পুস্তকের একাধিক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে ।

৫। কৰ্ম্মদেবী । ইং ১৮৬২ । পৃ. ১১১ ।

ইহা “রাজস্থানীয় সতী-বিশেষের চরিত্র ।...বিবিধ ছন্দোবদ্ধে অল্পকীর্ত্তিত ।”

৬। শূরসুন্দরী । ইং ১৮৬৮ । পৃ. ৮৬ ।

ইহা “রাজস্থানীয় বীরবালা-বিশেষের চরিত্র ।”

৭। ইউরোপ ও এশ্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালা । ২য় ভাগ । ইং ১৮৬৯ । পৃ. ২৬ ।

এই পুস্তকের ভূমিকা-স্বরূপ রে: জে. লং যাহা লিখিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

The following contains a free Translation into Bengali by  
Babu Ranga Lal Banerjea of Proverbs selected by me from the

German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, French, Badagar, Malaylim, Tamul, Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa and Russian languages....Calcutta, November 15, 1869.

শ্রীযুক্ত মন্থনাথ ঘোষ-লিখিত ‘রঙ্গলাল’ পুস্তকে ‘প্রবাদমালা’র উল্লেখ নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একাধিক খণ্ড ‘প্রবাদমালা’ আছে।

৮। কুমার-সম্ভব। ১ ভাদ্র ১২৭২ (ইং ১৮৭২)। পৃ. ১১২।

ইহাতে কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গ ও অষ্টম সর্গের সঙ্খ্যাবর্ণনাটি “বঙ্গীয় বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুবাদিত” হইয়াছে। রঙ্গলালই বোধ হয় সর্বপ্রথম কুমারসম্ভবের বঙ্গানুবাদ করেন। পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ :—

.. আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায়, ক্রমে ক্রমে সনাতন বাতিনাতি আচাৰ ব্যবহারাদি পরিহার পূৰ্বক বলকপীর জায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূৰ্বে কি ছিলাম, এইক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্যালোচনা করণে স্বদেশহিতৈষী-মাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূৰ্ণ করণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্যকলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে; প্রায় দুই সহস্র বৎসব পূৰ্বে আমাদিগের পূৰ্বপুরুষদিগের কিকপ পরিচ্ছদ, কিকরূপ বাসগৃহ ছিল, কিকরূপ নিয়মে বিবাহাদি সংস্কার সম্পন্ন হইত, তাহা মহাকবি কালিদাসের লিপিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা তাহাব অনুবাদ পাঠ করিয়া পূৰ্বোক্ত অভিলাষ কথঞ্চিদ্ৰূপে পূৰ্ণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্তেও আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হই।...

মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় সর্গ এক ছন্দোবিশেষে রচিত না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধের অনুরণন করিয়াছি, অনবরত

এক ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে জড়তার প্রাচুর্য্যাব হয় ; অলম্বন-নির্গত অনর্গল একাকার ধারা-পাত-শব্দ নিম্নাকর্ষণের উপযোগী বটে, কিন্তু কাব্যশাস্ত্র নিম্নাকর্ষণের জন্ত নহে, তাহা চিন্তকে অনবরত সচেতন রাখিবার সহকারী, ইহা সর্ববাদী-সম্মত ।...

২। কাঞ্চীকাবেরী। ইং ১৮৭২। পৃ. ১৫৫।

ইহা “উৎকল-দেশীয় বীর-রসাত্মক আখ্যান-বিশেষ ।...বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত।”

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী। ১৩১২ সাল। পৃ. ২১২।

সূচী :—পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী, শূরসুন্দরী, কুমার-সম্ভব, কাঞ্চীকাবেরী, নীতি-কুসুমাজলি, রঙ্গলালের রচনা, রঙ্গলালের জীবনী, কবির বংশ-তালিকা।

মাসিকপত্রে প্রকাশিত রচনা

মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় রঙ্গলাল যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটির নির্দেশ নিম্নে দেওয়া হইল :—

### রহস্য-সন্দর্ভ

- |   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| (১) “উৎকল বর্ণন” (প্রবন্ধ)  | ... ১ম পর্ক, ৫ম-৭ম খণ্ড। | ইং ১৮৬৩। |
| (২) “দীনকৃষ্ণদাস” (প্রবন্ধ)   | ... ২য় পর্ক, ১৫ খণ্ড।   | ইং ১৮৬৪। |
| “উপেন্দ্রভঞ্জন” (প্রবন্ধ)   | ... ঐ ১৬ খণ্ড।           | ঐ        |
| “উদ্ভট সঙ্গ হ”  | ... ঐ ১৮ খণ্ড।           | ঐ        |
| (৩) “স্বপ্নাবেশ দেশ ভ্রমণ” (কবিতা)  | ৩য় পর্ক, ২৬ খণ্ড।       | ইং ১৮৬৫। |
| (৪) “কটকট উৎকল ভাষোদ্ভূত পদ্য<br>ত্রিযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের<br>বক্তৃতা” | ... ৪র্থ পর্ক, ৪২ খণ্ড।  | ইং ১৮৬৬। |
| “পদ্ম পুষ্পের প্রতি” (কবিতা)...   | ঐ ৪৭ খণ্ড।               | ইং ১৮৬৭। |

## বঙ্গদর্শন

- ১। ভারী পতি রাজোন্নতি নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ  
প্রিন্স অফ ওয়েল্স বাহাদুরের প্রতি ভারতভূমির  
অভ্যর্থনা ... আশ্বিন, ১২৮২
- ২। নীতিকুসুমাজলি। ... পৌষ-চৈত্র, ১২৮২

পৌষ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত “প্রথম অঞ্জলি”তে ১০৩টি ও ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় “দ্বিতীয় অঞ্জলি”তে ৯৯টি শ্লোক আছে।

ইহার সূচনায় বঙ্গলাল লিখিয়াছেন :—“এই শিরোনামায়ুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিগুলিরচিত কবিতাকলাপ অনুবাদিত হইবে। কোন গ্রন্থ বিশেষ পর্যায়ানুক্রমে অনুবাদিত হইবে না—শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণেতিহাস কাব্য প্রভৃতিতে যখন যে মনোজ্ঞ-চিত্রকথা নয়নপথে পতিত হইবে, তখন তাহারই মর্ম্মানুবাদ সঙ্কলন করা অভিপ্রায় মাত্র।” “নীতিকুসুমাজলি” সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, “...বঙ্গদর্শনে ইনি নীতিকুসুমাজলি নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার পর পরিষ্কার ইংরেজিতে যাহাকে smart বলে তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার টিকল অথচ সম্যক সম্পূর্ণ।” ( “বাঙ্গালা সাহিত্য”, ‘বঙ্গদর্শন’, ফাল্গুন ১২৮৭, পৃ. ৫০৫ )

বঙ্গলালের মৃত্যুর পর তাঁহার কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ব্যখনাথ ঘোষ ‘বঙ্গলাল’ পুস্তকে কোন কোন অপ্রকাশিত রচনার অংশ-বিশেষ মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার কতকগুলি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার কয়েকটির নির্দেশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

- (১) “কাল,” “চিন্তা” ... ‘প্রয়াস,’ ডিসেম্বর ১৯০০।  
 (২) “শরৎ” [ ঋতুসংহারের শরদ্বর্ণনা অবলম্বনে ]\* ‘মানসী’, আষাঢ় ১৩১৮।  
 (৩) “দুর্গা-স্তোত্র” ... ‘নারায়ণ’, আশ্বিন ১৩২৩  
 “বিরহ-বিলাপ” ... কার্তিক ১৩২৩

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যা *Mookerjee's Magazine*-এ  
 প্রকাশিত বাম শর্মা ( নবকৃষ্ণ ঘোষ ) *Hymn to Durga* এবং ১৮৭৩  
 ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত *Willow-Drops* কবিতা  
 দুইটির অনুবাদ।

## ইংরেজী রচনা

বাংলার ন্যায় ইংরেজী-সাহিত্যেও রঙ্গলাল পারদর্শম ছিলেন। প্রথম  
 জীবনে তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত ডি. এল. রিচার্ডসনের সাহিত্য-  
 বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র ‘লিটারারী গেজেট’ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া-  
 ছিলেন। শ্রীমন্নথনাথ ঘোষ তাঁহার নামের আঙ-অক্ষর ‘R’-সম্বলিত  
 এই কয়টি রচনার সন্ধান দিয়াছেন :—

*Calcutta Literary Gazette.*

1. *The Native Aristocracy of Bengal*...7 June 1856 ; 30 July 1856.
2. *An Indian Jack Sheppard* ...12 July 1856.

( ১১ জুন ১৮৫৬ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত বিখ্যাত দম্য-  
 সর্দার গুরুচরণ মাজীর বিবরণ )

সংস্কৃত-সাহিত্যেও রঙ্গলালের পারদর্শিতা ছিল। তিনি সংস্কৃত হইতে  
 অনেক সামগ্রী ইংরেজী ও বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শঙ্কুচক্র

---

\* ৭ম পর্ব, ৬৯ খণ্ড ‘রহস্ত-সম্বর্ধে’ “বসন্ত ঋতুর অত্যাধনা” নামে “কোন কবির  
 নূতন প্রণালীতে রচিত ঋতুসংহারের প্রথম বসন্ত বর্ণন হইতে কয়েকটি স্থান” প্রকাশিত  
 হইয়াছে। ইহা রঙ্গলালের রচনা হওয়া বিচিত্র নহে।



মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘মুখার্জী’স্ ম্যাগাজিনে’ কতকগুলি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের রঙ্গলাল-কৃত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

*Mookerjee's Magazine*

3. The Indian Anacreon being Translations from the Latter-day Sanskrit Poets ... Decr. 1873.

কটকে দ্বিতীয় বার অবস্থানকালে রঙ্গলাল পুরাতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২ মে ১৮৭৫ তারিখে তিনি ভ্রাতা হরিমোহনকে লেখেন—“I have been contributing papers to the Indian Antiquary and other Journals and received very flattering letters both from Calcutta and Bombay.” এই সকল প্রবন্ধের যে-কয়টির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল :—

*Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.*

4. Identification of certain Tribes mentioned in the Puranas with those noticed in Col. E. T. Dalton's Ethnology of Bengal. —By Babu Rangalala Banerjee, Deputy Magistrate, Cuttack. ...Jany. 1874, pp. 7-16.

*The Indian Antiquary.*

5. Copper Plate Grant from Kapilesvara, in Orissa—Forwarded by John Beames, B. C. S., M. R. A. S. etc.

The transcription and translation of these plates have been made by my friend Babu Rangalal Banerjia, a well-known Sanskrit Scholar. ...Feb. 1876.

*Journal of the Asiatic Society of Bengal.*

6. Note on a Copper-plate Grant found in the Record Office of the Cuttack Collectorate,—By Babu Rangalala Banerjee, Deputy Collector, Cuttack....Vol. XLVI (1877), pp. 149-57.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র *Antiquities of Orissa* রচনাকালে রঙ্গলালের নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছিলেন। কটকের ম্যাগিষ্ট্রেট-কলেঙ্কটর বীম্‌স সাহেবও *A Comparative Grammar of the*

*Indian Vernaculars* প্রণয়নকালে রঙ্গলালের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

## মৃত্যু

সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর রঙ্গলালের স্বাস্থ্যনাশ ঘটিয়াছিল। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিবার পর ১৩ মে ১৮৮৭ তারিখে, গঙ্গাতীরে নয় রাত্রি বাসের পর পরলোক গমন করেন।

১৩৩০ সালে নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি অমৃতলাল বসু তাঁহার অভিভাষণে রঙ্গলাল সম্বন্ধে যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

ঈশ্বর গুপ্তের “মিউটিনী” প্রভৃতি পড়ে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সঞ্চিত করিয়া দেশজিভৈষণ্যর বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার “স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ?” আবৃত্তি করিয়া বাঁধারী ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি। জাহাজ মেয়ামত করার ডকের জন্ত খিদিরপুর প্রসিদ্ধ; কিন্তু এখানে এক সময়ে বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম—রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার আন্দোলনে আজও সমগ্র বঙ্গদেশ হুলিতেছে।

## রঙ্গলাল ও বাংলা-সাহিত্য

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা কাব্যজগতে পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে বর্তমান ছিলেন ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ঐহারা নবযুগের প্রবর্তন করেন, তাঁহাদের অনেকেইকাব্যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও বাংলা কাব্যে ঐহারা নূতনত্ব সম্পাদন করেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন না। মধুসূদন দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এই কার্যে অগ্রসর হন। রঙ্গলাল মধুসূদনের মত পণ্ডিতও ছিলেন না এবং অতখানি কবি-প্রতিভার অধিকারীও ছিলেন না, তৎসঙ্গেও তিনি পাশ্চাত্য কাব্যের আদর্শে বাংলা কাব্যলক্ষ্মীকে নূতন শ্রীমণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে জাতীয়তাবাদী ওজস্বী কবিতা পরবর্ত্তী কালে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে সারা দেশময় প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলালই তাহার প্রবর্ত্তক। ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া মহাকাব্য রচনার কাজেও তিনিই অগ্রণী হইয়াছিলেন। আদর্শ পরিবর্ত্তনে রঙ্গলাল আজ উপেক্ষিত হইলেও বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নির্দিষ্ট আসন তিনি অধিকার করিয়া থাকিবেন। পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১২২১ সংবতের মাঘ ( ইং ১৮৬৫ ) সংখ্যা ‘রহস্য-সন্দর্ভে’ গণেশচন্দ্রের ‘ঋতুদর্পণ’ সমালোচনা-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমাদের স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছিলেন, “অধুনাতন বঙ্গীয়-কবিবৃন্দ-মধ্যে ত্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।”

রঙ্গলাল বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য হইতে সম্ভাব্যকুসুম চয়ন করিয়া স্বদেশের মাটিতে দেশীয় রূপেই তাহা প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন, একেবারে মোহাক্ত হইয়া দেশীয় ভাবধারার সর্বনাশসাধন করেন নাই। তাঁহার সর্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক ‘বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ’ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রণয়নের কারণ সম্বন্ধে তিনি ‘পদ্মিনী উপাখ্যানের’ ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি প্রমাণিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন :—

১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গলা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাতস পূর্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, “বাঙ্গালিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।”...আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি।

রঙ্গলালের সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ভেক মৃষিকের যুদ্ধ’ ইহার ছয় বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত অক্ষম রচনা, কিন্তু ইহাব পরেই নিরন্তর সাধনা করিয়া তিনি কাব্য-সাহিত্যে নিজের পথ খুঁজিয়া পান এবং দেশপ্রেমমূলক কাহিনী কবিতায় তাঁহার কাব্যপ্রতিভার স্বার্থ স্ফূরণ হয়। আজ “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে” প্রভৃতি কবিতার কবি রঙ্গলাল বাংলা আধুনিক কবি-সমাজের পথপ্রদর্শকরূপে খ্যাত হইয়াছেন। আমরা নিয়ে রঙ্গলালের রচনার কালাভুক্তমিক নিদর্শন দিয়া তাঁহার কাব্যপাঠে সকলকে উৎসাহিত করিতেছি।

‘ভেক মৃষিকের যুদ্ধ’ :—

দুই দল, মহাবল, ধবাতল, কাঁপে ।  
 খর খর, খরতর, যুড়ি শর, চাপে ।  
 বল মল, কি উজ্জল, সুবিমল, অস্ত্র ।  
 সেনাগণ, স্ত্রশোভন, সন্নহন, বস্ত্র ।  
 প্লবঙ্গক, ভয়ানক, মক মক, শব্দ ।  
 মৃষাগণ, বিঘোষণ, ত্রিভুবন, স্তব্দ ।  
 তড়াগেব, ধারে ঢের, মণ্ডকের, তাম্বু ।  
 শেহালার, ডেরা তার, খাগড়ার, বাম্বু ।  
 আগে তার, আগুসার, সার সাব, যোদ্ধা ।  
 উদ্ধিশির, রণবীর, অতি ধীর, বোদ্ধা ।  
 রহিলেক, যত ভেক, হয়ে এক, পংক্তি ।  
 হুহুকার, চীৎকার, যত যার, শক্তি ।  
 ছেয়ে মাঠ, মৃষা ঠাট, কাট কাট, শোরে ।  
 মহা জাঁক, ডাক হাঁক, রহে থাক, ধোরে ॥  
 রণশৃঙ্গ, হল্যো ভৃঙ্গ, নহে রিঙ্গ, কাষে ।  
 কি আহব, মহোৎসব, ভৌ ভৌ রব, বাজে ।  
 শুনি রব, স্তম্ভৈরব, মাতে সব, শুদ্ধ ।  
 ক্রত বেগে, যায় রেগে, গেল লেগে, যুদ্ধ । ( পৃ. ১৫-১৬ )

‘পদ্মিনী-উপাখ্যান’ :—

অতুলনা রাজকন্যা,                      ভুবনে ভাবিনী ধন্যা,  
 অগ্নিগণ্যা রূপসী সমাজে ।



দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,

কে পরিবে পায় ?

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,

নরকের প্রায় ।

দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-স্থ তায় হে,

স্বর্গ স্থ তায় ॥

এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,

মানসে উদয় ।

পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,

ক্ষত্রিয় তনয় ।

তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে,

হৃদয়-নিলয় ।

নিবাত্তিতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে ?

বিলম্ব কি সয় ?

অই শুন ! অই শুন ! ভেবীর আওয়াজ হে,

ভেবীর আওয়াজ ।

সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে,

সাজ সাজ সাজ ॥

চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে,

সমর-সমাজ ।

রাগহ পৈতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,

ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥

আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,

রাজপুতনার ।

সকল শরীরে ছুটে ঋধিরের ধার হে,  
ঋধিরের ধার ।

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,  
বাহু-বল তারি ।

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,  
দেশের উদ্ধার ।

কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,  
আমাদের স্থান ।

এসো তায় স্তখে সবে হইব শয়ান হে,  
হইব শয়ান ।

কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,  
ভয়ের নিধান ?

ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম, বেদের বিধান হে,  
বেদের বিধান ।

স্মরক ইক্ষাকু-বংশে কত বীরগণ হে,  
কত বীরগণ ।

পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,  
ত্যজিল জীবন ।

স্মরক তাঁদের সব কীর্তি-বিবরণ হে,  
কীর্তি-বিবরণ ।

বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,  
ক্ষত্রিয়-নন্দন ?

অতএব রণভূমে চল ত্বরায় হে,  
চল ত্বরায় ।



দেশহিতে মরে বেই তুল্য তার নাই হে,

তুল্য তার নাই ।

যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,

চিতোর না পাই ।

স্বর্গস্থে স্থখী হব, এসো সব ভাই হে,

এসো সব ভাই ।

‘কর্মদেবী’ :—

ঠুঁকে তাল, ঝাঁখি লাল, কি করাল মূর্তি ।

মহাকায়, হরি-প্রায়, যেন পায় স্মৃতি ।

চল্যে বায়, পদ-বায়, বসুধায় কম্প ।

কতু ধায়, ঠায় ঠায়, মেয়ে বায় কম্প ।

টিট্কার, চীৎকার, শীৎকার, ক্রোধে ।

গর গর, কলেবর, পরম্পর-রোধে ।

জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, পড়াপড়ি ক্ষেত্রে ।

লুটপুট, দেয় ছুট, কালকুট, নেত্রে ।

মাতামাতী, হাতাহাতী, বেন হাতী-বন্দ ।

করে জোর, মহা শোর, হয় ঘোর স্পন্দ ।

বখালক্ত, কি আরক্ত, চলে রক্ত গণ্ডে ।

নাহি তঞ্চ, ঘেরি মঞ্চ, বুঝে পঞ্চ দণ্ডে ।

নাহি ছেদ, নাহি খেদ, ঘন খেদ অঙ্গ ।

হুই মাল, যেন কাল, নাহি তাল ভঙ্গ ।

হাঁস ফাঁস, বহে বাস, গনি ক্রাস লাগে ।

হুই জন, পরায়ণ, বাহু-রণ-রাগে ।

হুজনায়, এই চায়, এ উহার জিতে ।

করে জারি, জুরি ভারী, খেয়ে চারি ভিতে ।

কত রোক, বড় ঝোঁক, দেখে লোক, বুন্দে ।

সবে চায়, হয় সায়, কেহ কার নিন্দে । ( পৃ. ৫৫-৫৬ )

‘কাঞ্চীকাবেরী’ :—

আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন,

দর্পণ-অচলে গজাননে ।

যেখানে মুকুতাকারা, বরিতেছে জলধারা,

মহাবিনায়ক প্রসবণে ।

পূর্বে এই চাক্র দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ,

বহুকাল আবৃত তমসে ।

নদী প্রবাহিত পলী, পক্ষে পূর্ণ সর্ব্বস্থলী,

নরের অসাধ্য তথা পশে ।

ঘোর হিংস্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন,

আশীবিধ কত অজগর ।

নির্ভয়ে কুরঙ্গপাল, ভ্রমিত পুলিন পাল,

বিনোদ বিচিত্র কলেবর ।

যুখে যুখে বন-হস্তি, মস্তকে সঞ্চিত মস্তি,

মহানন্দে কিরিত কাননে ।

বন-বরাহের লে, খেলিত কর্দ্দম জলে,

করাল দশন বুকাননে ।

শিরে খড়্গ স্রশোভন, ভ্রমিত গণ্ডারগণ,

দৃঢ় দেহ পাষণ সমান ।

ঘোড়াশিঙ্গাবস্ত-হয়, গয়াল গবয় চয়,

শিরে শোভে ভয়াল বিষণ ।

কিবা কালান্তের কাল, ভ্রমিত ব্যাঘ্রের পাল,

দীর্ঘ দেহ বুঝত সোসর ।

বিকট প্রকটতর,                      দম্ভচয় ভয়ঙ্কর,  
     আঁধি ছুটি দেউটি প্রথর ।  
 কি ভয়াল অরণ্যানী,              ভাবিলে শীহরে প্রাণী,  
     হয় ধ্বনি আকাশ ভেদিনী ।  
 তর্জ্জন গর্জ্জন রব,                      করে হিংস্র পশু সব,  
     লক্ষ্যে ঝল্লে কল্পিত শ্বেদিনী ।  
 ভগ্ন-হনু উচ্চ-হনু,                      শীর্ণতনু ফুল তনু,  
     কত জাতি বানর বিহরে ।  
 কুন্ডার হাজরচয়,                      স্নেহে চরে জলাশয়,  
     নদী কিবা হ্রদ-পরিসরে ।  
 বিশাল বিশাল শাল,                      সরল অর্জুন তাল,  
     বোধিক্রম বট তরুণর ।  
 হরিতকী বিভীতকী,                      পিণ্ডীতকী আমলকী,  
     গিরিমল্লী জয়ন্তী কেশর ।  
 সপ্তপর্ণ উড়ুঘর,                      কোবিদার নাগেশ্বর,  
     মধুক্রম গীলু কন্দরাল ।  
 নীপ লোঞ্ছ অরুন্ধ্যর,                      পিয়াল পিপাসাহর,  
     পারিভ্রম প্রস্ক কুতমাল ।  
 পলাশ পুন্নাগ চারু,                      ব্রহ্মদাক দেবদাক,  
     তিনিশ শিরীষ স্নকুমার ।  
 শমী শ্রামা কুরুবক,                      অশোক চম্পক বক,  
     সিন্দুক তিন্দুক বহুবাক ।  
 বিবিধ বিহঙ্গ চয়,                      গান করে মধুময়,  
     নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত কায় ।

স্বেচ্ছামতে খায় ফল,                      পিয়ে নির্ঝরির জল,  
 বিলসিত তরু লতিকায় ।  
 শূন্তে উড়ে ভরদ্বাজ,                      নানা স্বরে ভীমবাজ,  
 থেকে থেকে জাগাইত বনে ।  
 ডাকে বন-পারাবত,                      স্বরে গন্তীরতা কত,  
 চাতক ডাকিত ঘন ঘনে ।  
 বন প্রিয় সেই বনে,                      পরম আনন্দ মনে,  
 করিত স্বর্ণে স্নেহে বাস ।  
 কন্দরেতে সারি সারি,                      আলাপ করিত শারী,  
 আহা মরি কি মধুর ভাব ।  
 না ছিল বন্ধন দ্বাস,                      স্নেহে বিহরিত চাব,  
 দিবানিশি ডাকিত দাতৃহ ।  
 লইয়া স্বদল সঙ্গে,                      মধুর নাচিত রঙ্গে,  
 প্রসারিয়া কলাপ সমূহ ।  
 কুহুভ চকোর লাব,                      ঝঞ্ঝনের কিবা ভাব,  
 রমণীর নেত্র অলুকারী ।  
 তাত্রুড় স্বর্ণচুড়,                      জিবজীব গুড়গুড়,  
 বিষ্ণু-ভক্ত গুণ বনচারী ।  
 কিবা নদী গর্ভময়,                      চরিত কাদম্বচয়,  
 চক্রবাক সারস শরাল ।  
 যুগল লইয়া মুখে,                      সস্তরিত মহাস্নেহে,  
 দল বল বাঁধিয়ে মরাল ।  
 রজনীতে বিল্লীরবে,                      নিদ্রায় নিস্তব্ধ সবে,  
 কেবল জাগিত ব্যাঘ্রগণ ।

নয়নে মশাল জলে,                      আহার অবেধি চলে,  
 মাজে মাজে ভীষণ গর্জন ।  
 কোটা কোটা হীরাচূর,                      তিমির করিত দূর,  
 বনে জ্যোতিরিন্জন নিকর ।  
 বার গুণে চলদল,                      অপুষ্পেও অবিরল,  
 অগ্নিময় পুষ্পের আকর ।  
 এইরূপে কত কাল,                      ছিল বস্ত্র-পশু শাল,  
 মহারণ্য-ময় এই দেশ ।  
 প্রকৃতির আদি মূর্তি,                      কাননে পাইত ক্ষুৰ্তি,  
 মনুষ্য না করিত প্রবেশ ।  
 পরাক্রান্ত আৰ্য্যজাতি,                      করে লয়ে বেদ-বাতী,  
 এল পঞ্চনদ পার হয়ে ।  
 ব্যাপ্ত আৰ্য্যাবৰ্ত্তময়,                      অনাৰ্য্য অসভ্যচর,  
 কাননে পলায় প্রাণ লয়ে ।  
 উত্তরেতে হিমালয়,                      দক্ষিণেতে শিলোচ্চর,  
 বিদ্যু নামে সীমার নির্দেশ ।  
 পশ্চিমেতে বিনশন,                      পূর্বসীমা নিরূপণ,  
 পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ ।  
 এ সীমা লঙ্ঘন করি,                      পুণ্য-ভূমি পরিহরি,  
 যে যাইত তার জাতি নাশ ।  
 দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে,                      কিবা ত্রিকলিঙ্গ বঙ্গে,  
 ছিল মাত্র স্নেহের নিবাস ।  
 কিন্তু মধুমক্ষিকার,                      যত বাড়ে পরিবার,  
 ততই চক্রেয় সীমা বাড়ে ।

সেইরূপ আৰ্য্যবংশ,                      অনাৰ্য্যে করিয়া ধ্বংস,  
 ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে ।  
 এই সে অরণ্য-দেশে,                      প্রথমেতে ছিল এসে,  
 আৰ্য্য-ভয়ে ওড় ভিন্ন কুলী ।  
 ষাপরের শেষ-ভাগে,                      রণজয়-অমুরাগে,  
 সমাগত আৰ্য্য কতগুলি ।  
 ক্রমে বত অনাচার,                      স্নেহ করে পরিহার,  
 আৰ্য্য-ভূমি হ'ল স্নেহ-দেশ ।  
 কত তীর্থ প্রকটন,                      করিলেন মুনিগণ,  
 দেব দেবীগণের প্রবেশ । ( পৃ. ৭-১৪ )

‘নীতি-কুসুমাজলি’ :—

মাণিক কুণ্ডলফলে,                      লুণ্ঠায় চরণতলে,  
 কাঁচ যদি উঠে বা মাথায় ।  
 মাণিক মাণিক রবে,                      কাঁচে লোক কাঁচ কবে,  
 থাক্ তারা যথায় তথায় ।

\* \* \*

বায়সের যদি হয়,                      চঞ্চুটী সুবর্ণময়,  
 মাণিকে মণ্ডিত পদময় ।  
 প্রতিপক্ষে গজমাত,                      প্রকাশে বিমল জ্যোতি,  
 তবু কাক রাজহংস নয় ।

\* \* \*

কোকিল গব্বিত নহে চুতরস পিয়ে ।  
 ভেক মক্ মক্ করে কর্দ্ধম খাইয়ে ।

\* \* \*

মাতা নিম্পরায়ণ,                      পিতা প্রিয়বাদী নন,  
সোদর না করে সন্তাষণ ।

ভৃত্য রাগে কহে কত,                      পুত্র নহে অমুগত,  
কাস্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥

পাছে কিছু চাহে ধন,                      এই ভয়ে বন্ধুগণ,  
কিছুমাত্র কথা নাহি কয় ।

ওরে ভাই এ কারণ,                      কর ধন উপার্জন,  
ধনেতেই সব বশ হয় ॥

\* \* \*

গুণীর যে গুণ তাহা জানে গুণধর ।  
অস্ত্রে কত নাহি জানে সে গুণনিকর ॥  
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন ।  
নাসিকাই জানে কত না জানে লোচন ॥

\* \* \*

বরং অসিধারে কিম্বা তরুতলে বাস ।  
বরং ভিক্ষা করা ভাল, কিম্বা উপবাস ॥  
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন ।  
তথাপি লয়ো না গর্বী জ্ঞাতির শরণ ॥

\* \* \*

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর ।  
শিখরাঞ্জে ফুটে যদি কমল নিকর ॥  
অচল সচল হয় অনল জীতল ।  
‘তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল ॥

\* \* \*

মরণেই সদৃশগীর গুণের প্রচার ।  
পুড়িলে চন্দন কাঠ সৌরভ বিস্তার ।

\* \* \*

উত্তোগ বিহনে ধন না হয় অর্জন ।  
কীরোদ মথিয়া সুখা পিয়ে সুরগণ ।

\* \* \*

বিশেষ যত্নের সহ, নিঃসড়িলে অহরহ,  
বালুকায় তৈল পেতে পার ।

পান করি মৃগতৃক্ষা, সলিল পানের তৃক্ষা,  
বুঝি কতু হইবে সংহার ।

কদাচিৎ পর্যটন, করিয়া মানবগণ,  
শশশব্দ পাইতেও পারে ।

কিন্তু ভাই নিরস্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,  
কিছু ফল নাই এ সংসারে ।

\* \* \*

সিংহ-নখে বিদারিত, করিকুন্ত-বিগলিত,  
রুধিরাক্ত চারু মুক্তাফলে ।

বনে ভিন্নী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,  
উঠাইয়ে নিল করতলে ।

দেখি তায় শুভ্রতর, স্বকঠিন কলেবর,  
দূরে ফেলি করিল গমন ।

কুহানে পড়িলে পর, মনস্বী মল্লব্যবর,  
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন ।





## সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয়  
সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কাণ্ডিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১০, কেবল \* চিহ্নিত ৪খানি পুস্তক ১০

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামকমল ভট্টাচার্য,  
৩। মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞানস্বার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ  
তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ৮। গৌরীশঙ্কর  
তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিজ্ঞানবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র  
গুপ্ত, ১১। তারাকান্ত তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত,  
১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম  
কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, ১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌর-  
মোহন বিজ্ঞানস্বার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার,  
১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব,  
২১। দীনবন্ধু মিত্র, ২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৩। মধুসূদন দত্ত,  
২৪। হরিশচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ  
মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্রীমাচরণ শর্মা সরকার, রামচন্দ্র মিত্র,  
২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। শ্রী মশাবরক  
হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিজ্ঞানবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন,  
লালমোহন বিজ্ঞানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র  
চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়  
৩৫। হরিনাথ মজুমদার ( কালী হরিনাথ ), ৩৬। জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,  
৩৭। রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ( যজ্ঞহ )।